নোরা জোন্স মিস্ট্রি – ১

বডি ইন দ্য বুকস

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৫

প্রচ্ছদ : পরাগ ওয়াহিদ
অক্ষর বিন্যাস : রওনাকুর রহমান
সম্পাদক: জারা রহমান
প্রুফ ও বেটা রিডার: রোকেয়া আশা

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রকাশনী : প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
ঠিকানা : ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা
বইমেলা পরিবেশক : বইমই

ফোন : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
অনলাইন পরিবেশক : **rokomari.com**
মুদ্রণ : মক্কা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ISBN: 978-984-99423-4-4

মূল্য : ২৫০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের
কোনে অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ:

“বইকথা এক্সপ্রেস”
মেতে উঠুন বইয়ের উন্মাদনায়!

১

“যাক, অবশেষে আপনি এসেছেন তাহলে!”

অফিসের ভেতরে পা দিতে না দিতেই নোরা এমন কথা শুনে পুরোদস্তুর অবাক হয়ে গেল। অভ্যর্থনা ডেস্কের পেছনে বসে থাকা অবসন্ন চেহারার এই ভদ্রমহিলা আগেভাগেই কীভাবে জানলেন যে, সে কে কিংবা কেন এখানে এসেছে এবং কেন-ই বা তাকে দেখে তিনি এত খুশি হলেন- এসব কোনোকিছুরই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না সে।

নোরা তার কথার কোনো উত্তর না দেওয়ায় স্বর্ণকেশী ছোটোখাটো গড়নের মহিলাটি ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

“আপনিই তো সেই ডগ ওয়াকার, কুকুরটাকে হাঁটতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাকে আসতে বলা হয়েছে, তাই না?”

“দুঃখিত, আপনি বোধহয় কোথাও একটা ভুল করছেন।”

নোরার জবাবটা শুনে মহিলাকে এতটাই হতাশ মনে হলো যে, তাকে দেখে নোরার এই ভেবে আফসোস হলো, ভদ্রমহিলাকে মিথ্যা বললেই বোধহয় ভালো হতো। তারপর, নোরা আলাপচারিতা আর বাড়াতে না চাইলেও মুখ ফসকে আবার ফট করে প্রশ্ন করে বসল, “আপনি কি মাত্রই কোনো কুকুরের বিষয়ে কিছু বললেন? এখানে কি একটি পোষা কুকুর আছে? আসলে আমি কুকুর খুব পছন্দ করি, তাই জানতে চাইছি আরকী।”

মহিলা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। “কিন্তু, এই কুকুরটাকে আপনার পছন্দ হবে না। এই কুকুরটা অদ্ভুত, পাগলাটে কিসিমের।”

নোরা এ কথায় কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে ভেবে পেল না। “আচ্ছা বুঝলাম, এসব কথা বাদ দিই, আমি নোরা। নোরা জোন্স। রেয়মন্ড এভারলির সাথে আজ আমার দেখা করার কথা ছিল।”

“হায়রে আমার পোড়া কপাল আর জবান, আজকে আমার খবর আছে বলে মনে হচ্ছে!” রিসিপশনিস্ট মহিলার চেহারাটা ঠিক তেল ফুরিয়ে

যাওয়া বাতির মতো ম্লান হয়ে যাওয়ার আগে আগে একবার দপ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন, "একটু আগে আমি কুকুরটা নিয়ে যা বলেছি, প্লিজ ভুলে যান।"

"ওকে এ এ..." নোরা শব্দটা কিছুটা টেনে উচ্চারণ করল, এখনও রিসিপশনিস্টের কথাবার্তার মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছে না সে।

"আমি রে-কে আপনার চলে আসার খবর জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ।" নোরা তার জামার হাতা ঝাড়তে লাগল। যতটা না সেটা সোজা করতে, তারচেয়ে বেশি নিজের ভেতরকার অস্থিরতা লুকাতে। সে বসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে এক মূহুর্ত অপেক্ষা করল এবং মাতর্ই একটা চেয়ারে বসতে যাবে, এমন সময় সে দেখল, দামি লিলেনের স্যুট গায়ে সত্তরোর্ধ্ব এক ভদ্রলোক দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

"মিস জোন্স? আমি রেয়মন্ড এভারলি। অবশেষে তোমার সাথে সরাসরি দেখা করতে পেরে খুবই খুশি হলাম।" ভদ্রলোকের হাসি ঠিক ততটাই উষ্ণতা ছড়াল, যতটা তিনি নোরার "হাত মেলাবে কি মেলাবে না" সেই দ্বিধার বিষয়টা সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার ভান করলেন।

"আমাকে প্লিজ নোরা বলে ডাকবেন, মিস্টার এভারলি।"

"তাহলে আমাকেও কিন্তু রেয়মন্ড বলে ডাকতে হবে। তোমার মামা আমার খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তোমাকে দেখে আমার তার কথা মনে পড়ে যায়- সেই একইরকম কালো চুল এবং চোখ। একইরকম চালচলন। তোমাদের মধ্যে কত মিল!"

"সত্যি বললে, ওয়াল্টার মামার সাথে আমার আগে কখনও দেখা কিংবা সামান্য আলাপও হয়নি।"

"এই বিষয়টা নিয়ে তারও অনেক আফসোস ছিল।"

নোরা এই কথার কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই মাথাভর্তি লাল ঝাঁকড়া চুলের এক মেয়ে সাথে করে তার বাচ্চাকে নিয়ে এমন দ্রুতবেগে

অফিসে এসে ঢুকল যে দেখে মনে হলো, যেমন করে গ্রীষ্মের ঋতুতে কালবৈশাখী ঝড়ের বাতাসের ঝাপটা বয়ে যায়, মেয়েটাও তেমনই এক ঝড়ো দমকা হাওয়ার প্রতিনিধি।

“হাই! ইশ, আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।” মাতর্‌ই আগত ‘ঝড়ো হাওয়া’ নামক অতিথি বলে উঠল।

“আপনার কি এখানে আজ আসার কথা ছিল?” ডেস্কের পেছনে বসা ভদ্রমহিলা কিছুটা অস্বস্তির সাথে প্রশ্ন করলেন।

“হ্যাঁ, আমার আজ আসার কথা ছিল। আমিই ডগ ওয়াকার।” লালচুলো নারী সহাস্যে তার দিকে ঘুরে তাকাল, “এজেন্সি আমাকে পাঠিয়েছে।”

“ওহ। বেশ বেশ।” রিসিপশনিস্ট অসহায় চোখে রেয়মন্ডের দিকে তাকালেন তারপর আবার লাল চুলের ঝড়ের দিকে ফিরলেন, “আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।”

নোরা ভেবে পেল না এখানে আসলে কী হচ্ছে, আর কীসের মধ্যে সে এসে পড়েছে এবং সেই রহস্যময় কুকুরটাই বা কোথায় আছে।

আবারও, নোরার কিছু বুঝে ওঠার আগেই, রেয়মন্ড তার দিকে হাতের ইশারায় অনুসরণ করতে বলে নিজের অফিস রুমের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

“এখানে আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো মামনি, যাত্রা কেমন ছিল তোমার?” চেয়ার টেনে দুজনই ঠিকঠাক বসে পড়ার পর ভদ্রলোক নোরার কাছে জানতে চাইলেন।

“এক কথায় বলতে গেলে ভালোই ছিল সবকিছু। ধন্যবাদ আপনাকে।”

“তুমি কি সোজা গাড়ি চালিয়ে এখানেই এসেছ?”

“হ্যাঁ, কিছুটা সোজাই বলা যায়। তবে স্বীকার করছি, আসলে একটু ঘুরপথে অ্যারিজোনা হয়ে তারপর এখানে এসেছি। গ্রান্ড ক্যানিয়ন এবং পেইন্টেড ডেজার্টের এত কাছে এসেও না দেখাটা বোকামি বলে মনে হচ্ছিল। এবং নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য একদিন ড্যালাস-এ ছিলাম। এবং প্যানসাকোলা। এছাড়া সোজাই এসেছি বলা যায়।”

“তারপরেও এটা বেশ চমকপ্রদ একটা ব্যাপার। আমি অবাক হয়েছি যে, তুমি প্লেনে আসার পরিবর্তে এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে আসাকে বেছে নিয়েছ।”

“আমি আমার এক বন্ধুকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি যে ঠিক উলটো পথে গাড়ি চালিয়ে গেছে। আর আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আসলে কতদিন এখানে থাকতে হতে পারে, তাই নিজের গাড়ি সাথে করে নিয়ে এসেছি। আমি হোটেল সেইন্ট ফ্রান্সিস ইন- এ উঠেছি। এটা বেশ চমৎকার একটা হোটেল।”

“লিলির রুমটায় নয়, আশা করি?”

“না। গারসিয়া স্যুটে। কেন?”

“নাহ, তেমন কোনো ব্যাপার না।” লিলি কে বা তার স্যুটে উঠলে কী সমস্যা সে বিষয়ে যেন নোরা ভাবার অবকাশ না পায় তাই যেন তিনি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটালেন, “তুমি চাইলে ওয়াল্টারের ওখানে থাকতে পারো, তোমার জন্য তার রেখে যাওয়া বাড়িটায় থাকতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না।”

“সত্যি বলতে, আমি এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো চিন্তা করিনি। আমি ঠিক জানি না। তবে এই পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুটা ‘উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো’ বলে মনে হচ্ছে।”

“আমি জানি, এত অল্প সময়ে এতকিছু ঘটে গেছে যে বোঝার বা আত্মস্থ করার মতো পর্যাপ্ত সময় তুমি পাওনি। এসবের সাথে মানিয়ে নিতে তোমার কিছুটা সময় লাগবে, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপাতত দ্রুত

মানিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ বুঝে নেওয়া শুরু করা দরকার। আমাদের আসলে এছাড়া করার কিছু নেই, আজ বা কাল, একদিন না একদিন এসব করতে তো হবেই। তাহলে, তুমি রাজি থাকলে চলো কথা না বাড়িয়ে কাজে নেমে পড়া যাক?”

“সেটাই ভালো হয়। সবকিছুর জন্য আবারও ধন্যবাদ আপনাকে।” অবশেষে এসব আনুষ্ঠানিক আলাপচারিতা শেষ হওয়ায় নোরা একটা স্বস্তির দম ফেলল। রেয়মন্ড ঠিক বলেছেন। তার এসব কিছু গুছিয়ে আর মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে। এবং সেটা ততক্ষণ শুরু হবে না, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারছে যে, সে কীসের মধ্য দিয়ে পা বাড়িয়েছে।

ফ্লোরিডার রহস্যময় এই অ্যাটর্নির কাছ থেকে নোরা প্রথম ফোন পাওয়ার পর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। ফোনে তিনি তাকে জানান যে, নোরার সাথে জীবনে কখনো দেখাও হয়নি- এমন একজন মামা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এবং তাকে তার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেছেন- যার সাথে সেই ঐতিহাসিক জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত পুরোনো মলিন বইয়ের একটি দোকানও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সত্যি বলতে, নোরা এর আগে তার এই মামা, যার নাম ওয়াল্টার- তার কথা এর আগে ওর মায়ের মুখে টুকটাক শুনেছিল, কিছুটা ফিসফাস আরকী। তার এই মামার সম্পর্কে বাড়িতে যেকোনো আলোচনাই হতো কিছু একটা ধামাচাপার দেওয়ার মতো স্বরে এবং সবসময়ই কিছুটা রহস্যময়তার সাথে। গত পঁয়ত্রিশ বছরে, নোরা লোকটির সম্পর্কে কেবল এইটুকু জানতে পেরেছিল যে, সে এবং তার মা ১৯৮০ সাল থেকে কথা বলেনি কারণ মামা খুব নিন্দনীয় কিছু একটা করেছিল এবং তাকে সেজন্য পরিবার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য, তাদের পরিবারে যেই অদ্ভুত সব পরম্পরা আর নিয়ম চালু আছে, তাতে মামার করা সেই ‘ভয়ানক পাপ’ হয়তো এমনকিছু হতে পারে যা বাকি পৃথিবীর কাছে

আহামরি কিছুই না। কে জানে, তার মামা হয়তো একদিন সকালে বিছানা গোছানোর সময় চাদরের কোনাগুলো ভুল দিকে ভাঁজ করেছিল। আবার, সে একজন দুর্ধর্ষ চোর, ডাকাত, মব, হত্যাকারী বা এরকম কিছুও হতে পারে, বলা তো যায় না। নোরার আসলে এই বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না।

সে যখন জানতে পারল যে, নোরা তার মামার বদৌলতে একটি বইয়ের দোকান উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে এবং সেখানে এমন অনেক কিছু আছে যা তাকে সমাধান করতে হবে, সে সান ফ্রান্সিসকোতে তার অনেক ব্যস্ততার বিক্রয়কর্মীর কাজ থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নেয় এবং চিন্তা করার জন্য একটি শান্ত ছোট্ট লেক শহরে চলে যায়। সে চাইলে রেয়মন্ডের সহায়তায় বইয়ের দোকানের কার্যক্রম সান ফ্রান্সিস্কোতে বসেই তার চাকরির সাথে সাথে পরিচালনা করতে পারে এবং তার বর্তমানের সাজানো-গোছানো জীবনেই থেকে যেতে পারে- যেখানে তার অতীতের সমস্ত স্মৃতি নোঙর করে রাখা, যা চাইলেই সে পুনরায় ফিরে পাবে না। অথবা সে একটি সুযোগ নিতে পারে, ফ্লোরিডায় এসে এসব নিজেই করতে পারে এবং তার মামার সম্পর্কে জানতে পারে– যতটুকু জানতে পারা যায় আরকী।

মানুষ হিসেবে, নোরা সবসময়ই কৌতূহলী কিসিমের। তাই, তার মামা কে ছিল- তা জানার আগ্রহটাই শেষপর্যন্ত জিতে যায়, যার প্রমাণস্বরূপ সে এখন ফ্লোরিডায় তার মামার এটর্নির অফিসে বসে আছে, এবং এমন এক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এখানে এসেছে, যা এখানকার আবহাওয়ার সাথে একদমই মানানসই নয়। এমনকি, সে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাকে এখানে থাকতে হলে তার ওয়ারড্রবের বেশিরভাগ পোশাকের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। তার ১৯৪০ এর অনুপ্রাণিত স্যুট ও ড্রেসগুলো, তার আগের জীবনযাত্রার সাথে বেশি মানানসই ছিল। এসব পোশাকে তাকে কেতাদুরস্ত লাগত এবং সেগুলো ক্রেতাদের সাথে কথাবার্তা শুরুর জন্য বেশ উপযোগীও ছিল। এখানে তাকে উলটো

অস্বস্তিকর রকম অবাঞ্ছিত বলে মনে হচ্ছে এবং সে এই কাপড়ে একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠছে।

ধপাস করে রেয়মন্ড তার টেবিলে একটি বড় ফাইল এনে ফেললেন, যার শব্দ নোরাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনে। "তো, মামনি, তোমার মামা তোমার জন্য তার পুরো সাম্রাজ্য রেখে গেছেন, যার অন্তর্ভুক্ত এই বইয়ের দোকানটি- যেটা নিয়ে আমরা আগেই কথা বলেছিলাম, তার আনাস্তাসিয়া দ্বীপের বাড়ি, এবং তার কুকুর, মার্গো। এছাড়াও আরও কিছু সম্পদ আছে যা এখানে তালিকা করা..."

"একটু অপেক্ষা করুন," নোরা একটা হাত তুলে কথার মাঝে বাধ সাধল। "তার কুকুর? এটা কি মাত্র যেটার কথা শুনলাম, সেই পাগল কুকুরটার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো?"

"লিসার মার্গোকে নিয়ে এরকম কথা একদমই বলা উচিত হয়নি।" রেয়মন্ডের ভ্রু জোড়া সঙ্কুচিত হলো, "সেই বেচারি অসহায় কুকুরটা নিজের একমাত্র বন্ধুকে হারিয়ে বড় ধরনের মানসিক আঘাত পেয়েছে। ওয়াল্টার চলে যাওয়ার পরে, কুকুরটা সত্যিকারভাবে তার স্বাভাবিক জীবনযাপনের বাইরে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে হারিয়ে কিছুটা হতবিহবল হয়ে পড়েছে ও। মার্গো একটি গ্রে-হাউন্ড কুকুর। ওয়াল্টার ট্র্যাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে দত্তক নেয়। কারণ, সে এই কার্যক্রম বন্ধের পেছনে একজন অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিল।" রেয়মন্ডের কণ্ঠে প্রশংসা ঝড়ে পড়ল।

"আমি আসলে গ্রে-হাউন্ডদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

"সুন্দর, প্রসন্ন, অভিজাত প্রাণী।" কথা বলতে বলতে তিনি তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে পেছনে হেলান দিয়ে বসলেন। "বেশ মার্জিত। প্রথম প্রথমে কিছুটা ভীতু থাকে অবশ্য। ওয়াল্টার সবসময় বলত, এদের ক্ষেত্রে শুধু একটু আন্তরিকতার স্পর্শ প্রয়োজন।"

নোরা তার মন থেকে সেই আগত ঘুর্ণি- যে কুকুরটাকে হাঁটাতে এসেছে, তার কথা দূর করতে পারছে না- ঐ ঝড়ের গতির মেয়েটাকে কি তবে মিস মার্গোর জন্য সেই 'আন্তরিকতার স্পর্শ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে? তার গতির এক ঝলক দেখার পর এরকমটা চিন্তা করা বেশ কঠিন বলে মনে হচ্ছে নোরার।

নোরা জানতে চাইল, "কেন ওয়াল্টার মামা তাকে আপনার কাছে রেখে গেল না?"

"সে তোমার কাছেই ওকে রাখার সিদ্ধান্তে বেশ অনড় ছিল।"

ফিরতি প্রশ্ন করার আগেই নোরা তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল।

"তুমি তো কুকুর খুব পছন্দ করো, তাই না?"

"হ্যাঁ, খুব পছন্দ করি। যদিও আমার কাছে আপাতত কোনো পোষা কুকুর নেই। বলতে গেলে- বিগত কয়েক বছরের মধ্যে আমি কোনো কুকুর পুষিনি।" বিগত কয়েক বছর নোরা নতুন করে কুকুর রাখার ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেনি। সে নিশ্চিত ছিল না যে, সে মানসিকভাবে কোনোকিছুর সাথে জড়াতে প্রস্তুত কি না, তা সেটা মানুষ হোক অথবা কুকুর। কিন্তু সম্ভবত ঈশ্বরের এবং ওয়াল্টার মামার পরিকল্পনা ভিন্ন ছিল।

"প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক, তারপর মার্গো হাঁটা শেষ করে ফিরে আসলে তুমি তার সাথে দেখা করে নিয়ো।"

রেয়মন্ড আবার সেই সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করলেন যা ইতোমধ্যেই মুঠোফোনে তাদের আলাপের সময় বলেছিলেন। তাদের এখনও কয়েকমাস সময় লাগবে তাকে তার সব উত্তরাধিকারসূত্রে পাওনা পুরোপুরি আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝিয়ে দিতে, তার মানে, নোরার হাতে এখনও প্রায় তিন মাস সময় আছে এসব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ইতোমধ্যেই সে বাড়ি এবং দোকান পরিচালনায় সাহায্য করার মাধ্যমে সবকিছু বুঝে নেওয়া শুরু করতে যাচ্ছে। তার ধারণা, এই

অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র ওয়াল্টার এবং রেয়মন্ডের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য সম্ভব হয়েছে। মনে হচ্ছে, বৃদ্ধ এই এটর্নি নিজেও চান যে নোরা এখানে থাকুক, যাতে সে ওয়াল্টার-কে জানতে পারে।

তাদের ফাইলের বিষয়বস্তু যখন প্রায় দেখা হয়ে গিয়েছে, অভ্যর্থনা কক্ষে মার্গোর হাঁটা শেষ করে ফিরে আসার হৈচৈ শোনা গেল।

রেয়মন্ড ফাইল বন্ধ করলেন, তার ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস পাওয়া গেল। "বেশ, আমার মনে হয় বাকি সব পরেও দেখা যাবে। মনে হচ্ছে তোমার উৎসাহ ফিরে এসেছে। তোমার মুখ দেখেই বলে দেওয়া যায় যে, তুমি আমার আর্টওয়ার্ক নিয়ে রসকষহীন বুলি কপচানো থেকে মার্গোর সাথে দেখা করতে বেশি আগ্রহী।"

"আমি মনে করি, এই শিল্পকর্মগুলো অবশ্যই আকর্ষণীয় কিন্তু মিস মার্গোর সাথে দেখা করার জন্য আমার আর তর সইছে না," নোরা ব্যাপারটা স্বীকার করে নেয়।

মার্গোকে দেখে তাৎক্ষণিকভাবেই নোরা মেনে নেয় যে, তার নামটা যথাযথ। নোরা যদিও নিশ্চিত ছিল না যে, সে মিস মার্গোর কাছ থেকে ঠিক কী আশা করে। তার এরকম প্রাণীর সাথে অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র বিশেষ জাতের পিটবুল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ- যার পেশিবহুল দেহ, মুখভরা হাসি আপনাকেও হাসতে বাধ্য করে, অবাক করা জীবনীশক্তি আপনাকে জীবনকে ভালোবাসতে শেখায়।

অন্যদিকে, মার্গো হলো সবদিক থেকেই আপাত একটি নিরীহ এবং অবিশ্বাস্যরকম ভদ্র হরিণীর মতো এক সারমেয়। তার ফ্যাকাশে গায়ের রঙের সাথে গাঢ় বাদামি চোখের যুগলবন্দী দেখলে মনে হয় যেন ঐ দুইটি চোখ সবকিছু জানে। তার কালো নাক ক্ষণে ক্ষণে ফুলে উঠছে, যেন সে কোনো নতুন গন্ধ আলাদা করার চেষ্টা করছে। সে তার ঘাড় এত সুন্দর